আইন করে দেশছাড়া!

দিলরুবা শাহানা

কোন মানুষকে বিনা অপরাধে আইনী প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্বহীন করা যায়না। এধরনের আইনের পেছনে কি যুক্তি কাজ করছে তা পরিষ্কার নয়। কোন মানুষ দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে মারাত্নক অপরাধ করলে জেলে যেতে পারে, নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে, অন্যকোন যুক্তিতে তার নাগরিকত্ব বাতিল অন্যায় কাজ ছাড়া কিছু নয়।

যুদ্ধবিগ্রহে রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গেলে মানুষ দূভার্গ্যক্রমে শেকড়বিহীন হয়ে যায় কখনো, কখনো। এমন নিষ্ঠুর বাস্তবতাও মানুষকে তার দেশের প্রতি আবেগহীন করেনা। যে মাটিতে হেঁটেছে, যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছে তার প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে মায়ের প্রতি অবোধভালবাসার মত বা জন মার্টিন ঠিকই বলেছেন সে বন্ধন পিতাপুত্রের বন্ধনের মত।

সে ভালবাসা, সে বন্ধন আইন করে ছিন্ন করা দারুন অন্যায়, দারুন নিষ্ঠুরতা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েন, যুদ্ধসংঘাতের কারনে দেশের সাথে সম্পর্ক নেই দু'জন মানুষের কথা বলছি। দু'জনের কারোরই জন্ম বাংলাদেশে নয়। একজনের শান্তিনিকেতনে, অন্যজনের বিহারে। একজনের পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল বাংলাদেশ। আরেকজন বুদ্ধিহওয়ার পর থেকেই দেখেছে ঢাকা তার বাসভূমি। একজন বিরাট পন্ডিত। অন্যজনার সামান্য লেখাপড়া। একজন নারী। অন্যজন পুরুষ। তবে নিজ ভূমির জন্য টান দু'জনেরই আছে। দু'জনের কারোর বাংলাদেশের পাসপোর্ট নেই।

নারীর গল্পটা বলি। ঢাকার মোহাম্মদপুরে রিফিউজী আবাসে মা-বাবার সাথে ছিল আলমা নামের মেয়েটি। লন্ডনে স্বামী-সন্তানসহ বাস। মোহাম্মদপুরই তার দেশ, দেশের কথা বলতে চাইলে মোহাম্মদপুর আর ঢাকা শহরের গল্প ছাড়া অন্যকিছু বলতে পারেনা। আবেগটা তার মোহাম্মদপুরের জন্যই। কবে সে মোহাম্মদপুরে এসেছিল জানেনা। তবে মনে আছে ১৯৬৯এ মোহাম্মদপুরের সাথে তার সম্পর্ক শেষ হয়। ষোল কি সতেরো বছর বয়সে বিয়ের সূত্রে পাকিস্তানী স্বামীর সাথে চলে আসে লন্ডনে। তারপর আর কোনদিন ঢাকার মোহাম্মদপুরে ফেরা হয়নি। একমাত্র ভাই থাকে কানাডাতে। মা-বাবাও মারা গেছেন। তবু মোহাম্মদপুরের জন্য মন উদাস হয়। স্বামীর সাথে পাকিস্তানে দু'একবার গেছে। তবে পাকিস্তানের প্রতি তার কোন আবেগঅনুভূতি নেই। বিলাতের জীবন ভালই। তবে আরও ভাল হতো যদি মাঝে মাঝে নিজদেশ মোহাম্মদপুরে যেতে পারতো। সেই নর্থ লন্ডনবাসিনী আলমা ১৯৯২সনে পাঁচটি পাউন্ড দিয়ে বলেছিল

'ঢাকায় গিয়ে গরিবগোর্বাকে বেটে দিও, মাজারটাজারের কাছে একসঙ্গে অনেক মিসকিন থাকে'

পাঁচ পাউন্ডের মোড়কে সে ভালবাসা পাঠিয়েছিল তার নিজভূমির জন্য। ওর পাঁচ পাউন্ডএ (৫×৭০) ৩৫০টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তা ওর ইচ্ছানুযায়ী হাইকোর্টের

মাজারে বিলিয়ে দিতে গিয়ে বুঝলাম আলমা সঠিক কথাই বলেছে। গরীবমিসকিনরা মাজারের আসেপাশেই ভীড় জমায়।

আরেকজন অমর্ত্য সেন। নবেল পুরষ্কারের এক অংশ বাংলাদেশে ব্যয় করছেন। কেউ হয়তো বলবেন কই অমর্ত্য সেনের নামে কোন কিছু শুনিনিতো? গুণীরা যদি নিজের ঢোল নিজে বাজাতেন? তাহলেতো রবীন্দ্রনাথের রবীনিকেতন করার কথা। নয় কি? উঁনি তৈরী করেছেন শান্তিনিকেতন।
অমর্ত্য সেন বাংলাদেশে 'সালমা সোবহান ফেলোশিপের' পৃষ্ঠপোষক। অমর্ত্য সেনের নোবেলপ্রাপ্ত অর্থে এই ফেলোশিপের আওতায় প্রতিশ্রুতিশীল মেয়েরা সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়।

একজন আলমা, একজন বিরাট বিশাল অমর্ত্য সেন এভাবেই ভালবাসেন, ভালবাসা পাঠান নিজভূমে।

আইন করে নাগরিকত্ব বাতিল মানুষকে ও দেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। ইতিহাসের পথে হাঁটলে দেখি সত্তরের দশকের প্রথমভাগে ইদি আমিন উগান্ডা থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভুতোদের খেদিয়ে দেয়। ভারত তাদের ভারতে ফেরত নেয়নি? কেন? কারন তাদের ভারতীয় পাসপোর্ট ছিলনা। তারা ছিলেন ব্রিটিশভারতীয়। যাদের ১৯৪৭এর আগের করা ব্রিটিশভারতের পাসপোর্ট ছিল তারা বিলাতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন অবশ্য।
মানুষ দেশকে হারাতে চায়না। আইন করে দেশবঞ্চিত করা মানবাধিকার লংঘন ছাড়া কিছু নয়।